উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ

ঋষি বঙ্কিম সরণী, বারাসাত-১২৪

স্মারক নং [illegible] /এন.জেড.পি

তারিখ-১৫/১২/২০২২

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, বসিরহাট, বারাসাত, ব্যারাকপুর ও বনগাঁ মহকুমায় অবস্থিত উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের নিম্নলিখিত ফেরী ও পুষ্করিণীগুলি ইজারা করার উদ্দেশ্যে কোভিড বিধি মেনে আগামী ২৮/১২/২০২২ তারিখ বেলা ১২ টায় জেলা পরিষদ ভবনের তিতুমীর সভাকক্ষে) প্রকাশ্য নিলাম ডাক অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট আমানতের অর্থ এই অফিসের ক্যাশ বিভাগে নিলাম ডাকের আগে জমা দিতে হবে। যার নামে আমানত জমা হবে তারাই একমাত্র নিলাম ডাকে অংশগ্রগহণ করতে পারবেন। নিলাম ডাকের আগে আমানতের নগদ ও আনুষঙ্গিক নথিপত্র জমা দিতে হবে।

(১৩তম ডাক)

ক্রমিক সংখ্যা	পুষ্করিণীর নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমাণ	ইজারার মেয়াদ
	বেতপুলি(হাবড়া-১) বিশ্বাসহাটি	২৪,২০০.০০	৬,০০০.০০	(১/১/২০২৩ থেকে ৩১/১২/২০২৫)

(১০ম ডাক)

ক্রমিক সংখ্যা	পুষ্করিণীর নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমাণ	
	নাগদা (ব্যারাকপুর)	৮২,০০০.০০	২০,৫০০.০০	"

(৫ম ডাক)

ক্রমিক সংখ্যা	পুষ্করিণীর নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমাণ	
	পানপুর (ব্যারাকপুর-১)	২,২৫,০০০.০০	৫৬,২৫০.০০	"

(২২ তম ডাক)

ক্রমিক সংখ্যা	পুষ্করিণীর নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমাণ	
	ফিঙ্গা (ব্যারাকপুর-২)	৯৯,০০০.০০	২৫,০০০.০০	"

(৯ম ডাক)

ক্রমিক সংখ্যা	পুষ্করিণীর নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমাণ	
	ইন্দ্রালী (হাড়োয়া)	৪০,০০০.০০	১০,০০০.০০	,,
	হিঙ্গলগঞ্জ দাতব্য চিকিৎসালয়	১,৩০,০০০.০০	৩২,৫০০.০০	,,
	নেহালপুর	৬৯,০০০.০০	১৭,২৫০.০০	,,

(১০ম ডাক)

ক্রমিক সংখ্যা	পুষ্করিণীর নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমাণ	ইজারার মেয়াদ (১/১/২০২৩ থেকে ৩১/১২/২০২৫)
১.	কোটাল বেড়িয়া (বাদুড়িয়া)	৩৩,৮০০.০০	৮,৫০০.০০	"

(১১ম ডাক)

ক্রমিক সংখ্যা	পুষ্করিণীর নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমাণ	
১.	ধরম বেড়িয়া (হাসনাবাদ)	৩৯,৭০০.০০	১০,০০০.০০	"

(৫ম ডাক)

ক্রমিক সংখ্যা	পুষ্করিণীর নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমাণ	
১.	হিজলিয়া জনমামুদপুর পুকুর(বসিরহাট-১)	১,১৮,০০০.০০	২৯,৫০০.০০	"

(৯ম ডাক)

ক্রমিক সংখ্যা	পুষ্করিণীর নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমাণ	
১.	ঘটিয়ারী ফেরী(সন্দেশখালী-১)	৮৪,০০০.০০	২১,০০০.০০	"

৩য় ডাক

ক্রমিক সংখ্যা	পুষ্করিণীর নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমাণ	
১.	কলিঙ্গ ট্যাংক (বাদুরিয়া)	৭৫,০০০.০০	১৮,৭৫০.০০	"
২.	গোবিন্দপুর ট্যাংক (বসিরহাট-২)	৮১,০০০.০০	২০,২৫০.০০	"
৩.	স্যান্ডেলবিল ট্যাংক (হিঙ্গলগঞ্জ)	৪২,০০০.০০	১০,৫০০.০০	"

(১ম ডাক)

ক্রমিক সংখ্যা	পুষ্করিণীর নাম	পরিষদের নির্ধারিত দর	আমানতের পরিমাণ	ইজারারমেয়াদ
১.	বেড় মজুর ফেরী (হাসনাবাদ)	৯৫,৭০০.০০	৯,৫৭০.০০	১/৪/২৩ থেকে ৩১/৩/২৬
২.	বাউনিয়া ফেরী (হাসনাবাদ)	২,৬৪,০০০.০০	২৬,৪০০.০০	১/২/২৩ থেকে ৩১/১/২৬
৩.	গড়াইনগর ট্যাঙ্ক (দেগঙ্গা)	৬৬,০০০.০০	৬৬০০.০০	১/৪/২৩ থেকে ৩১/৩/২৬
৪.	রাজীবপুর ট্যাঙ্ক (হাবড়া-১)	৩৭,৪০০.০০	৩,৭৪০.০০	"
৫.	বেলতলা মামুদপুর কেওড়াখালি ট্যাঙ্ক	৩৯,৬০০.০০	৩,৯৬০.০০	"
৬.	সদরপুর ট্যাঙ্ক (হাড়োয়া)	২৫,৩০০.০০	২,৫৩০.০০	১/১/২৩ থেকে ৩১/১২/২৫
৭.	খাসবালান্দা রানীগাছী ট্যাঙ্ক	৩৯,৬০০.০০	৩,৯৬০.০০	১/৩/২৩ থেকে ২৮/২/২৬
৮.	ঝিকরা লতিফনগর ট্যাঙ্ক (দেগঙ্গা)	৩,০৮,০০০.০০	৩০,৮০০.০০	১/৭/২৩ থেকে ৩০/৬/২৬
৯.	আখারপুর ট্যাঙ্ক (বসিরহাট-১)	২৮,৬০০.০০	২,৮৬০.০০	১/৪/২৩ থেকে ৩১/৩/২৬
১০.	মহিষপোতা ট্যাঙ্ক (ব্যারাকপুর-২)	৬১,৬০০.০০	৬,১৬০.০০	১৫/২/২৩ থেকে ১৪/২/২৬

দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার
উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ

স্মারক নং- 128 /(এন) জেড.পি/নিলাম তারিখ- ২০/১২/২০২২

নিম্নলিখিত পদাধিকারী মহাশয়দিগের জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হল :-

১. অধ্যক্ষ, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
২. সচিব, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
৩. অর্থ নিয়ামক ও মুখ্য গণনাধিকারিক, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
৪. মহকুমা শাসক, বসিরহাট মহকুমা / বারাসাত/ব্যারাকপুর/বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
৫. কর্মাধ্যক্ষ, পূর্ত কার্য্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
৬. কর্মাধ্যক্ষ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
৭. কর্মাধ্যক্ষ, বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
৮. কর্মাধ্যক্ষ, খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
৯. কর্মাধ্যক্ষ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি স্থায়ী সমিতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
১০. কর্মাধ্যক্ষ, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত স্থায়ী সমিতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
১১. কর্মাধ্যক্ষ, কৃষিসেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
১২. কর্মাধ্যক্ষ, নারী শিশু ও জনকল্যাণ স্থায়ী সমিতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
১৩. কর্মাধ্যক্ষ, মৎস ও প্রানী সম্পদ স্থায়ী সমিতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
১৪. নির্বাহী বাস্তুকার- বসিরহাট ডিভিশন/বারাসাত ডিভিশন/ ব্যারাকপুর ডিভিশন, উত্তর ২৪ পরগণাজেলা পরিষদ
১৫. সভাপতি,..পঃ সমিতি, উত্তর ২৪ পরগণা
১৬. নির্বাহী আধিকারিক, ... পঃ সমিতি, পত্রে উল্লিখিত দিন, সময় ও স্থানে নীলামডাকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার সংবাদ সকল প্রধানের গোচরে আনার এবং সংশ্লিষ্ট খেয়াঘাট ও পুকুরঘাটগুলিতে পরিষদের প্রেরিত বিজ্ঞাপনটি টাঙানোর ব্যবস্থা গ্রহণের ও ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য অনুরোধ করছি।
১৭. আপ্ত সহায়ক, সভাধিপতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ - জ্ঞাতার্থে পেশ করা হলো এবং একই সঙ্গে উক্ত দিনে তিতুমীর সভাকক্ষটি নীলাম ডাকের জন্য উন্মুক্ত রাখার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
১৮. আপ্ত সহায়ক , জেলা শাসক, উত্তর ২৪ পরগণা
১৯. আপ্ত সহায়ক ,অপর নির্বাহী আধিকারিক, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
২০. ....সহ বাস্তুকার, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ, আপনাকে নীলাম ডাকের দিন উপস্থিত থাকার অনুরোধ করছি।
২১. ....আপনি পরিষদের...................................পুষ্করিনীর / খেয়াঘাটের ইজারাদার। পত্রে উল্লেখিত সূচী অনুযায়ী নীলামডাক নির্ধারিত হয়েছে। আপনি ইচ্ছুক থাকলে ডাকে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
২২. .... আপনি ইচ্ছুক থাকলে ডাকে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
২৩. ....আপনার অবগতির জন্য।
২৪. শ্রী শ্যামল কুমার সাহা, ক্যাশিয়ার, উঃ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ-আপনাকে উক্ত আমানতের অর্থ জমা নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার
উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ

সংযোজনী ঃ-12১...নীলাম বিজ্ঞপ্তি নং-.............12১....../(এন) জেড.পি/নীলাম, তারিখ ঃ

ক) নীলামে অংশগ্রহণের যোগ্যতা ঃ-

১) নীলামে অংশগ্রহণকারীর সচিত্র ভোটারের পরিচয়পত্র/রেশনকার্ড/ প্যানকার্ড, (৫০,০০০ টাকার উর্দ্ধের ডাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অথবা জেলায় অবস্থিত বিধিবদ্ধ পার্টনারশিপ কোম্পানী অথবা জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পরিচয় পত্র ও অর্থ জমার রসিদ নিলাম ডাকের আগে পর্যন্ত ডাকগ্রহণকারীগণের নিকট জমা দিতে হবে।

২) ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ডাকের ক্ষেত্রে আমানতের অর্থ নগদে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে জমা দেওয়া যাবে। ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)টাকার উর্দ্ধের ডাকের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে আমানত জমা নেওয়া যাবে। ব্যাঙ্ক ড্রাফট North 24 Parganas Zilla Parishad এর নামে তৈরী করতে হবে এবং এই ব্যাঙ্ক ড্রাফট যা কলকাতাস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের যে কোন শাখায় ভাঙানো যাবে।

খ) নীলামে অংশগ্রহণের অযোগ্যতা ঃ-

১) অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি অথবা সংস্থার পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কোন সদস্য অথবা আধিকারিকের নিকটাত্মীয় (যথা স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা) হলে।

২) আর্থিকভাবে ‘ইনসলভেন্ট’ ঘোষিত হলে।

৩) ইতিপূর্বে জেলা পরিষদ দ্বারা কোনো দায়িত্ব পালনে শর্ত ভঙ্গ হয়ে থাকলে।

৪) অসম্পূর্ণ অথবা ভুল তথ্য দেওয়া হলে।

৫) উপরে উল্লিখিত ‘ক’ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতাবলীর অধিকারী না হয়ে থাকলে।

৬) পূর্বের ইজারাদার ডাকের সম্পূর্ণ টাকা জেলা পরিষদে নির্দিষ্ট দিনে জমা দিতে অসমর্থ হলে নীলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

গ) শর্তাবলী :-

১) নীলাম কক্ষে নির্ধারিত সময়ে (নীলামের নূন্যতম ডাকদাতার সংখ্যা পূরন না হলে যুক্তিসঙ্গত বিলম্ব, যা ০১:০০ ঘন্টার বেশি হবে না। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করলে মাফ করতে পারেন।) উপস্থিত হলে ও উপরোক্ত নথিপত্র পেশ করলে / আগে পেশ করা থাকলে তা মিলিয়ে দেখে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হলে নীলামে অংশগ্রহণের অনুমতি দেবেন।

২) ইচ্ছুক ডাকদাতাকে নীলাম ডাকের উল্লেখিত ফেরীর / পুষ্করিনির পার্শ্ববর্ণিত পরিমাণ অর্থ আমানত বাবদ (আর্নেষ্ট মানি) জমা রাখতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় ডাকদাতা ব্যতিরেকে অন্যান্য ডাককারীদের আমানতের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

৩) প্রথমবার নীলামের ক্ষেত্রে অন্তত: তিনজন আইনানুগ ডাক দাতার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ।

৪) নীলামে নুন্যতম ১০০০(এক হাজার) টাকা বাড়িয়ে ডাকদাতাগণকে প্রতিবার ডাক দিতে হবে।

৫) প্রত্যেক বৈধ অংশগ্রহণকারীর পক্ষে মাত্র একজন নীলাম কক্ষে উপস্থিত থাকতে পারবেন ।

৬) সংশ্লিষ্ট ফেরীঘাট/ পুষ্করিনীর নীলামের সমাপ্তি ঘোষিত হওয়ার পরে পরবর্তী ৫ (পাঁচটি) কাজের দিনের মধ্যে পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হলে সর্ব্বোচ্চ ডাকদাতার নাম ঘোষিত হবে। তার পরবর্তী ৫ টি কাজের দিনের মধ্যে তাঁকে ডাকের সম্পূর্ণ টাকা (৮/৮/২২- তারিখের সম্পত্তি উপ সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) এককালীন জমা দেবার পর ফেরী ও পুষ্করিনীর পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময়ে এই অর্থ জমা না হলে পরিষদ কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই ঐ ডাক বাতিল করবে।

৭) প্রথম সর্ব্বোচ্চ ডাকদাতা সমুদয় টাকা উল্লিখিত শর্তানুযায়ী জমা দিতে না পারলে ডাকদাতার জমা রাখা আমানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে , এবং দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ ডাকদাতাকে প্রথম সর্ব্বোচ্চ ডাকদাতার ডাকের সম্পূর্ণ টাকা জমা দিতে ইচ্ছুক হলে তাকে জমা দেবার সুযোগ দেওয়া হবে।

৮) প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ডাকদাতাই ডাকের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে জমা দিতে অসমর্থ হলে ফেরীঘাট/ পুকুর বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জেলা পরিষদ যথাসময়ে গ্রহণ করবে এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নীলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি / সংস্থার কোন দাবী বা আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

৯) জেলা পরিষদের অপর নির্বাহী আধিকারিক দ্বারা মনোনীত আধিকারিক/ কর্মী নীলামে প্রদত্ত দর লিপিবদ্ধ করবেন।

১০) লাইসেন্স প্রাপকের জমা থাকা ' আর্নেষ্ট মানি' মোট ডাক মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

১১) ফেরীর লাইসেন্স প্রাপকে নিজব্যয়ে দখলের মেয়াদ শুরুর প্রথম দিনেই কবুলিয়তের শর্ত অনুযায়ী নৌকা, মাঝি মাল্লা, ইত্যাদির সংস্থান করতে হবে ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নৌকার ভিতরে ও ঘাটে প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অথবা জেলা পরিষদের প্রতিনিধি বিষয়টি পরীক্ষা করবেন। লাইসেন্স প্রাপকের গৃহীত ব্যবস্থা সন্তোষজনক না হলে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে লাইসেন্স প্রাপকের বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা ও অন্যান্য ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে।

১২) ফেরীর লাইসেন্স প্রাপকের ঘাটের স্থায়ী পরিকাঠামো যথাযথ রক্ষনাবেক্ষন ও জেটি তথা জেটি পথের ব্যবস্থা নিজ ব্যয়ে করতে হবে যে ফেরীঘাট ও নদীর ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে নীলাম হয়েছে এবং নীলামকালীন পরিস্থিতি পরবর্তীকালে বদল হলে তার দায় জেলা পরিষদের উপর বর্তাবে না।

১৩) সর্ব্বোচ্চ ফেরী মাশুল জেলা পরিষদের উপবিধি বা প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

১৪) যাত্রী মাশুল সংক্রান্ত ও অন্যান্য কোন সমস্যা দেখা দিলে তা প্রশাসনিক স্তরে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। ইজারাদার এ বিষয়ে জেলা পরিষদে কোনও অভিযোগ দায়ের করলে তা প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৫। সংশ্লিষ্ট ফেরীঘাটের পারাপারের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের নির্ধারিত ভাড়া অনুযায়ী টোল আদায় করতে লাইসেন্স প্রাপক বাধ্য থাকবে।

১৬) খেয়াঘাটের দুপাশে লাইসেন্স প্রাপককে নিজ খরচায় পর্যাপ্ত আলো, জল এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭) ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর ফেরী / পুষ্করিনীর পূর্ণ খাস দখল জেলা পরিষদের অনুকূলে বর্তাইবে।

১৮) ফেরীঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব লাইসেন্স প্রাপকের । পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের কোন নিয়মাদি থাকিলে তাহা ইজারাদার স্থানীয় নিয়ম হিসাবে পালন করবেন।

১৯) লীজ গ্রহীতা নৌকার আয়তন অনুযায়ী ভারবহন ও লোকপারাপার করাবেন। অতিরিক্ত ভারবহন বা লোকবহনের জন্য দুর্ঘটনা ঘটিলে লাইসেন্স প্রাপক তার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

২০) লীজ গ্রহীতা কোনরূপ বে-আইনি দ্রব্য পারাপার ও পাচারের কাজে লিপ্ত হলে তার ডাক বা ইজারার মেয়াদ সাথে সাথে বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২১) নদীর কোন একপাড় থেকে অন্য পাড়ে যাবার জন্য যাত্রী অপেক্ষমান থাকিলে সর্বাধিক ৩০ মিনিটের ব্যবধান ফেরী চালাতে হবে এবং কোনো স্পেশাল ফেরী চালানো যাবে না। দিনের প্রথম ও শেষ ফেরীর সময়, লোকসংখ্যা ও মালের ওজন অমান্য করা যাবেনা। দিনের প্রথম ফেরী সাধারন ভাবে অন্ততঃপক্ষে সকাল ৫টায় শুরু করতে হবে এবং শেষ ফেরী অন্তত রাত ৯ টা অবধি চালাতে হবে। তবে কোন বিশেষ অবস্থায় বা জরুরী প্রয়োজনে বা নির্বাচন চলাকালীন এই সময়সীমা দীর্ঘায়িত হতে পারে।

২২) ইজারাদার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফেরীর/ পুষ্করিনীর পুনঃবন্দোবস্ত দিলে অথবা এই নোটিশে বর্ণিত কোনো শর্ত ভঙ্গ বা অমান্য করে ডাকে অংশ নিয়ে ইজারা লাভ করলে ইজারা বাতিল ও দখল নামা প্রত্যাহার করে নেবার ক্ষমতা জেলা পরিষদে থাকবে। এ ক্ষেত্রে ডাকের জমা অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ন বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা জেলা পরিষদের থাকবে।

২৩) ইজারা দান সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা জেলা পরিষদের উপবিধি বা সিদ্ধান্ত সকল পক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে। ইজারা দান সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার জন্য ইজারাদারকে প্রথমে নিলাম কমিটির কাছে লিখিত আবেদন জানাতে হবে।

২৪) নীলামের সময় থেকে ইজারার মেয়াদকালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত আদালতের অন্তবর্তী বা চূড়ান্ত আদেশনামা জারি হলে তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইজারাদার জেলা পরিষদের উপর কোনা আর্থিক দায় চাপাতে পারবে না।

২৫) ফেরী চালানোর কাজে দেশের বর্তমান পরিবেশ আইন/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ ভঙ্গ করে পরিবেশ দূষন (জল দূষন সহ) না ঘটে তা সুনিশ্চিত করবার দায়িত্ব লাইসেন্স প্রাপকের । যন্ত্রচালিত নৌকার ক্ষেত্রে কেবল অনুমোদিত জ্বালানী (ডিজেল) ই ব্যবহার করা যাবে এবং কোনো ভাবেই জ্বালানী তেল

বা তার বর্জ্য নদীর জলে না মেশে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য বর্জ্য জ্বালানী তেল নিষ্কাশন ও সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোনো নিয়মাদি থাকলে তা মেনে উক্ত বর্জ্য যথোপযুক্ত ভাবে Disposal এর দায়িত্ব লাইসেন্স প্রাপকের ।

২৬) পুষ্করিনীর ক্ষেত্রে দখলপ্রাপ্ত পুকুরের পাড় , বৃক্ষাদির রক্ষণাবেক্ষন ইজারাদেরর উপর বর্তাবে। গাছ কাটা বা পুকুরপাড় দখলের ঘটনার জন্য লাইসেন্স প্রাপকের গাফিলতি প্রমানিত হলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৭) মেয়াদকাল শেষ হবার পূর্বে বিশেষ পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদ মেয়াদসীমা হ্রাস অথবা বন্দোবস্ত প্রত্যাহার করে নিতে পারবে এবং এ ক্ষেত্রে বাকী সময়ের জন্য ইজারা মূল্য আনুপাতিক হারে জেলা পরিষদ ফেরত দেবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী বাস্তুকার
উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ